বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে বেসরকারি-করপোরেট খাতের অবস্থা-২০২২

ভূমিকা

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ২০২২ সাল ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। এ বছর বিদ্যুৎ সংকট চরমে ওঠায় সরকার নিয়ম করে লোডশেডিং দিয়ে পরিস্থিতি সমাধানের পথে হাঁটে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ঘটে নজিরবিহীনভাবে। জ্বালানি আমদানির সুযোগ পায় বেসরকারি খাত। লোডশেডিংয়ে নাকাল হলেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপ থেকে নীতিগত ও আর্থিক, উভয় ক্ষেত্রেই নানা সুবিধা পেয়েছে বেসরকারি ও করপোরেট খাত। তবে এই চিত্র কেবল ২০২২-এর নয়। এটি ধারাবাহিক। তাই বেসরকারি ও করপোরেট খাত বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে কী পরিস্থিতিতে রয়েছে তা পর্যালোচনায় প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় আগের কয়েকটি বছরের চিত্রও আমলে নেয়া হয়েছে জাতীয় পত্রিকার সংবাদ ও তথ্যকে ভিত্তি করে। নিম্নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে বেসরকারি ও করপোরেট খাতের সাম্প্রতিক চিত্র উপস্থাপন করা হলো। এক্ষেত্রে **২০২২ সালে জ্বালানিখাতের সংশ্লিষ্ট শীর্ষ সংবাদ, ও চলতি প্রবণতার বিস্তারিত** পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হলো। সংযুক্তি হিসেবে এর সঙ্গে ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ খবর, মতামত ও বিশ্লেষণের ছাপা কপির ই-অনুলিপি সংযুক্ত করা হলো।

২০২২ সালে জ্বালানিখাতের সংশ্লিষ্ট শীর্ষ সংবাদ

বিদ্যুতের দাম আরও বাড়বে

সংসদীয় কমিটিকে দেওয়া বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে ২০২০-২১ অর্থবছরে কেন্দ্র ভাড়া দিতে হয়েছে ১৮ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকার বেশি। সূত্র বলছে, **২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯ হাজার ৭০০ কোটি টাকার বেশি কেন্দ্র ভাড়া দিতে হয়েছে**। একদিকে বিদ্যুৎকেন্দ্রকে বসিয়ে বসিয়ে ভাড়া দিতে হচ্ছে, অন্যদিকে এই শীতেও লোডশেডিংয়ে পড়তে হচ্ছে মানুষকে। এর মধ্যেই অর্থসংকট কাটাতে বিদ্যুতের দাম আবার বাড়ানোর চিন্তা করা হচ্ছে।

২৪ জানুয়ারি ২০২৩, prothomalo.com/bangladesh/xjwc9yti1s

জ্বালানি তেল আমদানি করে ভোক্তার কাছে বিক্রি করতে পারবে বেসরকারি খাত: প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, কম দামে জ্বালানি নিশ্চিত করাই এখন মূলত সমস্যা। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতও জ্বালানি তেল আমদানি করে ভোক্তার কাছে বিক্রি করতে পারবে বলেন তিনি। এ জন্য সরকার দাম নির্ধারণ করে দেবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বেসরকারি খাতে কেউ তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করতে চাইলেও পারবে।

০৩ ডিসেম্বর ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/olv58uvpk9

বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম/সরকারকে অপেক্ষায় থাকতে হবে না

চাইলেই প্রজ্ঞাপন জারি করে জ্বালানি তেলের দাম বাড়াতে পারে সরকার। এখন বিদ্যুৎ-গ্যাসের দামও একইভাবে বাড়াতে পারবে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইন সংশোধন করে নিজের কাছে এ ক্ষমতা নিয়েছে সরকার। বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম দ্রুত বাড়াতেই এটি করা হয়েছে বলে মনে করছেন জ্বালানি খাতের বিশেষজ্ঞরা। জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম সরাসরি বাড়ানো কিংবা কমানোর ক্ষমতা সরকারের কাছে আনতে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বিইআরসি আইন সংশোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২২' জারি করেন। এ-সংক্রান্ত গেজেটও গতকাল প্রকাশ করা হয়েছে।

০২ ডিসেম্বর ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/wo51i3dl5c

এলএনজি আমদানির সুযোগ পাবে বেসরকারি খাত

পবসরকারি খাতে এলএনজি আমদানির সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে সচিবদের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। কোন প্রক্রিয়ায় তাদের আমদানির সুযোগ দেওয়া হবে, তা খতিয়ে দেখতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত একাধিক সচিব বৈঠকের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রথম আলোকে জানিয়েছেন।

২৮ নভেম্বর ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/up05k7zn60

পাইপলাইনের মাধ্যমে আগামী বছর ভারত থেকে তেল আমদানি শুরু: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আগামী বছর পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত থেকে জ্বালানি তেল আমদানি শুরু হবে। শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশ পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত থেকে তেল আমদানি করতে চায়। আশা করছি, আগামী বছর তা শুরু করা যাবে।' আসাম বিধানসভার স্পিকার বিশ্বজিৎ দাইমারি আজ রোববার গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এসব কথা বলেন।

২০ নভেম্বর ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/s2kype7gg8

সামিট মেঘনাঘাট-২ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হতে পারে জুনে

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সামিট গ্রুপের সামিট মেঘনাঘাটু২ বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে আগামী জুনে। ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাটে ৫৯০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতার বিদ্যুৎ প্রকল্পটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশের সামিট গ্রুপ ও যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকট্রিক (জিই)। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে নিয়ে

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের চর সানাউল্লায় নির্মাণাধীন সামিট মেঘনাঘাট-২ বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিদর্শনের সময় সামিট গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আজিজ খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

০৪ নভেম্বর ২০২২, prothomalo.com/business/tgiazc9siq

বিদ্যুতে ভর্তুকির বিকল্প জানতে চায় আইএমএফ

বিদ্যুৎ খাতে সরকারের ভর্তুকির বিকল্প কী, তা জানতে চেয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। ঋণদাতা সংস্থাটির সফররত প্রতিনিধিদল বলেছে, বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন খরচ ও বিক্রির মধ্যে ঘাটতি কমাতে মূল্য সমন্বয় করা যেতে পারে। এটি না হলে ভর্তুকির পরিবর্তে বেসরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে কী হবে, তা-ও জানতে চেয়েছে তারা। বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাড়া (ক্যাপাসিটি পেমেন্ট) কমার বিষয়েও জানতে চেয়েছে আইএমএফ।

০৩ নভেম্বর ২০২২, prothomalo.com/business/cg07gs6qqn

সংসদ অধিবেশন/বিদ্যুৎ খাত ‘আওয়ামী বিলিয়নিয়ার’ তৈরির কারখানা

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে জাতীয় সংসদে কঠোর সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা। তাঁরা বলেছেন, একটি অশুভ চক্র এই খাতকে গ্রাস করেছে। বিদ্যুৎ খাতকে ‘আওয়ামী বিলিয়নিয়ার’ তৈরির কারখানা করা হয়েছে। সরকারের ভুল নীতির কারণে মানুষ বিপর্যস্ত। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন বিলের আলোচনায় অংশ নিয়ে সংসদ সদস্যরা এসব কথা বলেন। এই বিল পাসের প্রস্তাব তুলে বিরোধীদের তোপের মুখে পড়েন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ।

০২ নভেম্বর ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/ysj0bdmrpe

আ.লীগের তিন মেয়াদে বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ ২ হাজার ৮৩০ কোটি ডলার

সরকারি দলের সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীর প্রশ্নের জবাবে নসরুল হামিদ বলেন, ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে ২ হাজার ৮৩০ কোটি ডলার (২৮ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার) বিনিয়োগ হয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৯৭৩ কোটি ডলার বিনিয়োগ হয়েছে।

০১ নভেম্বর ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/doh3h6lcl8

প্রয়োজনে দিনের বেলা বিদ্যুৎ ব্যবহার বন্ধ রাখবঃ তৌফিক-ই-ইলাহী

প্রয়োজনে দিনের বেলায় বিদ্যুতের ব্যবহার বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ-বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী। আজ রোববার রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে শিল্প খাতে জ্বালানিসংকটের প্রভাব হ্রাস নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তৌফিক-

ই-ইলাহী চৌধুরী। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) এ সভা আয়োজন করে। এতে অংশ নেন বিভিন্ন শিল্প খাতের ব্যবসায়ীরা।

২৩ অক্টোবর ২০২২, prothomalo.com/business/ke87ysw8ma

জ্বালানিসংকট বেড়েছে, সর্বোচ্চ লোডশেডিং

রাজধানীতে বিভিন্ন এলাকায় তিন থেকে চার ঘণ্টাও বিদ্যুৎ থাকছে না। ঢাকার বাইরে পরিস্থিতি আরও খারাপ। অক্টোবর থেকে লোডশেডিং পুরোপুরি কমবে বলে জানিয়েছিল সরকার। উল্টো এ সময়ে এসে বেড়ে গেছে লোডশেডিং। জ্বালানির অভাবে চাহিদামতো বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে না। পড়ে থাকছে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা। আর ঘরে ও শিল্পে মানুষ ভুগছেন বিদ্যুতের অভাবে।

১১ অক্টোবর ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/tq8ins9dhg

বিদ্যুৎ উৎপাদন ডিজেলে ব্যয় ফার্নেসের দ্বিগুণ

সরকার জ্বালানি সাশ্রয়ে গত জুলাইয়ে সব ডিজেলচালিত কেন্দ্র বন্ধের ঘোষণা দেয়। তবে লোডশেডিং বেড়ে যাওয়ায় আগস্টের মাঝামাঝি আবার বেসরকারি খাতের ডিজেলচালিত ছয়টি কেন্দ্র চালু করা হয়। অথচ এসব কেন্দ্র বন্ধ করে ফার্নেস তেল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলে ব্যয় ৪৮ শতাংশ কমত। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) এক বিশ্লেষণে এমন তথ্য জানা গেছে।

০৮ অক্টোবর ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/5thlzm79p9

বিদ্যুতে বড় বিপর্যয়, ভোগান্তি

এক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের মুখে পড়ল দেশ। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় গ্রিড পূর্বাঞ্চলে বিপর্যয় দেখা দিলে চার ঘণ্টা পুরোপুরি বিদ্যুৎহীন ছিল রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ বিভাগসহ দেশের ৩২ জেলা। কোনো কোনো এলাকায় ৮ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় বিদ্যুৎ ছিল না। হাসপাতালে রোগীদের কষ্ট। মুঠোফোন সেবা বিঘ্নিত। ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলা যায়নি। আদালত চলেছে মোমবাতি জ্বালিয়ে। কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত। পূজামণ্ডপে বাড়তি সতর্কতা। জেনারেটরের ডিজেল কিনতে ভিড়।

০৫ অক্টোবর ২০২২

prothomalo.com/bangladesh/zmyxfk2428

বাংলাদেশে পরিশোধিত ডিজেল রপ্তানি করতে চায় ভারত

পরিশোধিত ডিজেল রপ্তানি করতে চায় ভারত। এ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। ভারতে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা আসতে পারে। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/bumvqu60xy

জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে রাখাই ভালো ছিলঃ জ্বালানি উপদেষ্টা

তিনি বলেন, জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে রাখাই ভালো ছিল। সামনে কী হবে, জানি না। পাঁচ টাকা কমানো হলো। এটা কত দিন থাকবে কে জানে। এনবিআর (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) শুল্ক-কর উঠিয়ে দিলে জ্বালানি তেলের দাম কমবে। কিন্তু এনবিআর রাজস্ব কোথায় পাবে। রাজস্ব না পেলে উন্নয়ন কীভাবে হবে। শুল্ক কমিয়ে দাম কমানোটা ফিজিবল (লাভজনক) নাও হতে পারে।

৩১ আগস্ট ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/vnlbscebs4

লিটারে ৫ টাকা কমছে ডিজেল-পেট্রল-অকটেন-কেরোসিনের দাম

গত ৬ আগস্ট ডিজেল ও কেরোসিনে লিটারে ৩৪ টাকা, পেট্রলে ৪৪ টাকা ও অকটেনে ৪৬ টাকা দাম বাড়ানো হয়েছিল। এরপর সব ধরনের পণ্য ও সেবার দাম বাড়তে থাকে। ডিজেলসহ জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর পরই সরকারের ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। শুল্ক কমিয়ে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর দাবি উঠতে থাকে। গতকাল রোববার ডিজেলে আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়। আর ৫ শতাংশ আগাম কর প্রত্যাহার করা হয়। আজ সোমবার ডিজেল-পেট্রল-অকটেন-কেরোসিনের দাম লিটারে পাঁচ টাকা করে কমাচ্ছে সরকার।

২৯ আগস্ট ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/gic3ytytcr

বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে ডিজেলেই ফিরল সরকার

জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর পর এখন আবার তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে উৎপাদন বাড়াচ্ছে সরকার। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গ্যাস, কয়লা, ফার্নেস ও ডিজেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যয়বহুল ডিজেল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। সবচেয়ে কম খরচ গ্যাসে। কিন্তু আমদানিনির্ভরতায় ঝুঁকে গ্যাসের সরবরাহ কমেছে। তাই বাধ্য হয়ে তেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র বেশি চালাতে হচ্ছে। এতে পিডিবির উৎপাদন খরচ বাড়বে। সরকারের ভর্তুকির ওপর চাপ তৈরি হবে। চাপ সামলাতে বাড়তে পারে বিদ্যুতের দাম।

২৮ আগস্ট ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/qbw1y23x4c

তেল আমদানিতে ব্যবহার করতে হবে দেশি জাহাজও

সচিবালয়ে রোববার এক আন্তমন্ত্রণালয় সভায় এ বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়।বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) বহরে থাকা তিনটি জাহাজ তেল আমদানির জন্য ব্যবহার করবে। ব্যবহারের বিষয়টি ঠিক করতে দুই পক্ষ বৈঠক করবে। আগামী জানুয়ারি থেকে বিএসসির জাহাজ ব্যবহার শুরু হবে। সূত্র বলছে, বিএসসির জাহাজ ব্যবহার করলে একদিকে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে, অন্যদিকে তেল

আমদানিতে বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিপিসি এখন শুধু বিদেশি জাহাজে করে তেল আমদানি করে।

২১ আগস্ট ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/pmx6xqngsz

সম্ভাবনার পরও গ্যাস অনুসন্ধানে জোর কম

বছরে গড়ে একটি অনুসন্ধান কূপ হয়নি। সমুদ্রে খনন হয়নি একটি কূপও। আমদানিনির্ভরতায় ঝুঁকছে জ্বালানি খাত।গ্যাস পাওয়া গেছে, এমন দেশের তালিকায় সবচেয়ে কম অনুসন্ধান কূপ খনন করা দেশটি বাংলাদেশ। যথাযথ অনুসন্ধান করা হলে আজকের সংকটে পড়তে হতো না। বাংলাদেশ অনুসন্ধানে জোর না দিয়ে গ্যাস আমদানির দিকে ঝুঁকেছে।

০৯ আগস্ট ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/13l5d5eo13

ঘাটতির দায় পুরোটাই ভোক্তার ওপর চাপল

ভর্তুকি দিতে রাজি নয় সরকার। মুনাফার টাকা জমা হয়েছে সরকারি কোষাগারে। খরচ হচ্ছে বিপিসির বিভিন্ন প্রকল্পে। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে টানা সাত বছরে বিপিসি মুনাফা করেছে ৪৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। এরপর গত বছর বিশ্ববাজারে দাম বাড়তে থাকলে নভেম্বরে ডিজেলের দাম এক দফা বাড়ায় সরকার। এতে জানুয়ারি পর্যন্ত মুনাফায় ছিল বিপিসি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর গত ফেব্রুয়ারি থেকে লোকসান শুরু হয়। আগের মুনাফা দিয়ে একাধিক প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে বিপিসি। এ ছাড়া প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন একটি জ্বালানি তেল শোধনাগার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে বিপিসির তহবিল থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ হিসেবে ১০ হাজার কোটি টাকা নিয়েছে সরকার।

০৭ আগস্ট ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/l7qb5mfz8s

ডিজেলের দাম লিটারে ৩৪, পেট্রলে ৪৪ টাকা বাড়ল

জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে সরকার। ডিজেলের দাম লিটারে ৩৪ টাকা, অকটেনের দাম লিটারে ৪৬ টাকা আর পেট্রলের দাম লিটারে ৪৪ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এখন এক লিটার ডিজেল ও কেরোসিন কিনতে ১১৪ টাকা লাগবে। এক লিটার অকটেনের জন্য দিতে হবে ১৩৫ টাকা। আর প্রতি লিটার পেট্রলের দাম হবে ১৩০ টাকা।এর আগে গত বছরের নভেম্বরে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছিল। সে সময় ডিজেল ও কেরোসিনের দাম লিটারে ১৫ টাকা বাড়ানো হয়। তাতে দাম হয়েছিল ৮০ টাকা লিটার। তার আগে এই দুই জ্বালানি তেলের দাম ছিল লিটারে ৬৫ টাকা।

০৫ আগস্ট ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/f9l3t2ox1s

আলোচনা সভায় বক্তারা/জ্বালানি খাত বিনিয়োগকারী-দাতাদের কাছে জিম্মি

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দাতা ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী নির্ভরশীল পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ফলে জ্বালানি খাতের নীতি-কাঠামো বিনিয়োগকারী ও সংশ্লিষ্ট দাতাদের কাছে অনেকাংশেই জিম্মি হয়ে আছে। এ অভিমত তুলে ধরে দেশের স্বার্থে জিম্মিদশা থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন একটি আলোচনা সভার বক্তারা। বুধবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ (টিআইবি) ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) আয়োজিত এক অধিপরামর্শ সভায় এ অভিমত দেওয়া হয়।

০৩ আগস্ট ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/clctbav1af

আটটার পর শপিং মল খোলা রাখলে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন: নসরুল

জ্বালানি সাশ্রয়ে দেশজুড়ে এলাকাভিত্তিক লোডশেডিংসহ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর সঙ্গে বেশ কিছু নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাত আটটায় দোকানপাট, শপিং মল বন্ধ করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে দোকান ও শপিং মল বন্ধ করা না হলে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ।

১৮ জুলাই ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/hkorsw0qdm

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সারা দেশে আলোকসজ্জা বন্ধ

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সারা দেশে আলোকসজ্জা না করার নির্দেশনা জারি করেছে সরকার।নির্দেশনায় বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত সারা দেশে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার, শপিং মল, দোকানপাট, অফিস ও বাসাবাড়িতে আলোকসজ্জা না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৭ জুলাই ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ে-সারা-দেশে-আলোকসজ্জা-বন্ধ

গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকটে শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যাহত

আরএকে সিরামিকস ও বিএসআরএমের মতো দেশের অনেক শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে গ্যাস বিদ্যুতের সংকটে। শীর্ষ রপ্তানি আয়ের খাত তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোও কমবেশি সমস্যায় পড়েছে। রপ্তানিকারকেরা বলছেন, গ্যাসবিদ্যুতের পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি না হলে রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে খুব বেশি দিন সময় লাগবে না।

০৭ জুলাই ২০২২, prothomalo.com/business/industry/গ্যাস-ও-বিদ্যুৎসংকটে-শিল্পকারখানার-উৎপাদন-ব্যাহত

লাভে সরকারি ৫ বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি

সংসদীয় কমিটির বৈঠকে ছয়টি কোম্পানির গত তিন অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করে বিদ্যুৎ বিভাগ। তাতে দেখা যায়, ছয়টি সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানির মধ্যে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৩১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি

২৪৬ কোটি ৮৭ লাখ টাকা, রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড ২৫৪ কোটি ৩৫ লাখ টাকা, ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ ১৩২ কোটি টাকা এবং বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড ৮৪ কোটি ৫৬ লাখ টাকার বেশি মুনাফা করেছে। এই পাঁচটি কোম্পানি গত তিন অর্থ বছরই লাভে ছিল। এর বাইরে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ গত অর্থ বছরে ২৩ কোটি ২১ লাখ টাকা লোকসান দিয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ বলেছে, কোম্পানিটি এখনো বাণিজ্যিক উৎপাদনে না যাওয়ায় মুনাফা অর্জন করতে পারেনি।

২২ মে ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/লাভে-সরকারি-৫-বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কোম্পানি

বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি সরকারের জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবেঃ এফবিসিসিআই

করোনা মহামারি কাটিয়ে সবাই যখন ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, এমন সময়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির উদ্যোগকে আত্মঘাতী বলছে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই। সংগঠনটির নেতারা বলেছেন, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বাড়ানোর সময় এখন নয়। সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২১ মে ২০২২, prothomalo.com/business/বিদ্যুৎ-ও-গ্যাসের-মূল্যবৃদ্ধি-সরকারের-জন্য-আত্মঘাতী-সিদ্ধান্ত-হবে-এফবিসিসিআই

৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ পরিকল্পনাঃ বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। তিনি বলেছেন, বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করায় গত দশকে বিদ্যুৎ খাতে ১২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। আগামী ১২ বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে 'জাতীয় জ্বালানি রূপান্তরে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণে উন্নতি ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন নসরুল হামিদ।

১৭ মে ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/৫০-বিলিয়ন-ডলার-বিনিয়োগ-পরিকল্পনা-বিদ্যুৎ-প্রতিমন্ত্রী

তিন বিদ্যুৎ প্রকল্পে ৩৯০ কোটি টাকার দুর্নীতি

দুটি কয়লাভিত্তিক ও একটি এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে জমি ক্রয়-অধিগ্রহণ-ক্ষতিপূরণে ৩৯০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। দুর্নীতিবিরোধী সংস্থাটি বলছে, এই টাকা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিওকর্মী ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের পকেটে গেছে।

১১ মে ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/তিন-বিদ্যুৎ-প্রকল্পে-৩৯০-কোটি-টাকার-দুর্নীতি

শিল্পকারখানায় ৪ ঘণ্টা করে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

গ্যাসের সংকট সমাধানে শিল্পকারখানা খাতে প্রতিদিন চার ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার থেকে আগের মতো নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। ১২ এপ্রিল থেকে দিনে চার ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। এভাবে ১৫ দিন চলবে বলা হলেও ১০ দিন পর গ্যাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত তুলে নেওয়া হলো।

২১ এপ্রিল ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/ শিল্পকারখানায়-৪-ঘণ্টা-করে-গ্যাস-সরবরাহ-বন্ধ-রাখার-সিদ্ধান্ত-প্রত্যাহার

বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র/অতিরিক্ত গ্যাস তুলতে গিয়ে বিপর্যয়

ভূতত্ত্ববিদ বদরুল ইমাম প্রথম আলোকে বলেন, যথাযথভাবে উৎপাদন করা হলে কূপ থেকে বালু আসার কথা নয়। সক্ষমতার অতিরিক্ত উৎপাদন কারণে এটি হতে পারে। বিবিয়ানায় অতিরিক্ত গ্যাস উৎপাদন নিয়ে বিভিন্ন সময় সতর্ক করা হয়েছিল। এর আগে অতিরিক্ত উৎপাদন করতে গিয়ে বালু ওঠার কারণে বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রের একটু কূপ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

০৫ এপ্রিল ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/অতিরিক্ত-গ্যাস-তুলতে-গিয়ে-বিপর্যয়

মূল্যবৃদ্ধির 'দায়সারা' প্রস্তাব আমলে নেয়নি বিইআরসি

বিইআরসির চেয়ারম্যান আবদুল জলিল প্রথম আলোকে বলেন, বিতরণ কোম্পানিগুলোর প্রস্তাবে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হয়নি, মূল্যবৃদ্ধির আবেদনও যথাযথ হয়নি। প্রবিধানমালা মেনে প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে। প্রস্তাব জমার পর তা যাচাই-বাছাই করে কমিশনের কারিগরি কমিটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেবে। এরপর তা আমলে নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন।

১৯ জানুয়ারি ২০২২, prothomalo.com/bangladesh/আবাসিকে-দুই-চুলা-গ্যাসের-দাম-২১০০-করার-প্রস্তাব

শেয়ারবাজার লেনদেনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সরকারি কোম্পানির দাপট

শেয়ারবাজারে লেনদেনে চালকের আসনে এখন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের কোম্পানি। দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) গতকাল মঙ্গলবার লেনদেনের ১৭ শতাংশই ছিল এ খাতের দখলে। ডিএসইতে গতকাল এ খাতের ২৩ কোম্পানির সম্মিলিত লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৩৩৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে আবার ২৬৬ কোটি টাকা বা সাড়ে ৭৮ শতাংশই ছিল সরকারি মালিকানাধীন ৭ কোম্পানির।

১২ জানুয়ারি ২০২২, prothomalo.com/business/market/লেনদেনে-বিদ্যুৎ-ও-জ্বালানি-খাতের-সরকারি-কোম্পানির-দাপট

বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে ব্যক্তি খাতঃ মূল প্রবণতা

বাংলাদেশে জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতে 'ব্যক্তিখাতবান্ধব' সংস্কার নীতির আলোকে সরকার পরিকল্পিতভাবে একগুচ্ছ পদক্ষেপ কার্যকর করে চলেছে। করপোরেট ও ব্যক্তি খাতের সুযোগ, সুবিধা ও পরিসর বৃদ্ধির যে ধারাবাহিকতা, ২০২২ সালেও জ্বালানি খাতে তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। এক্ষেত্রে প্রধান যে প্রবণতাগুলো দেখা যাচ্ছে, তা হলো-

১. **ব্যক্তি খাতের মালিকানার হিস্যা বাড়ছে**
২. **ব্যক্তি খাতের সুযোগ সুবিধা ক্রমবর্ধমান**
৩. **জ্বালানি সংকট তীব্রতর**
৪. **ব্যক্তি খাতে রেগুলেটরি ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ সংকুচিত**
৫. **ব্যক্তি খাতকে দায় নিতে হচ্ছে না**
৬. **ব্যক্তি খাতের প্রভাব, ভাঙছে না ভুল পরিকল্পনার বৃত্ত**
৭. **আমদানিনির্ভরতার নীতি অব্যাহত**

নিম্নে এসব ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত, পর্যালোচনা বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

১. মালিকানার হিস্যা বাড়ছে

বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি মালিকানা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২২ সাল এদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ যে, এ বছর বিদুৎ উৎপাদনে বেসরকারি মালিকানা দৃশ্যমানভাবেই সরকারি খাতকে ছাড়িয়ে গেছে। সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে খবর প্রকাশের জেরে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন, বিদ্যুৎ উৎপাদন পুরোটাই ব্যক্তিখাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জ্বালানি খাতে সরকারের সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছিল, বিদ্যুৎ খাতের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে সরকারি খাতের পাশাপাশি ব্যক্তিখাত মালিকানায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে উভয়ের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হবে এবং একচেটিয়া প্রভাব থেকে মুক্ত হবে বিদ্যুৎ খাত। বাস্তবে সরকারি খাতকে কৌশলে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিখাত বিদ্যুৎ খাতকে গ্রাস করছে এবং পরিস্থিতি এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। আইপিপি ও এসআইপিপির আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ আশানুরূপ না হলেও রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের মাধ্যমে সে অংশগ্রহণ ফলপ্রসূ হয়েছে। তাতে একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত ব্যক্তিখাতে নেয়া সম্ভব হচ্ছে, অন্যদিকে বিদ্যুতের দাম দ্রুত বাড়ানো সম্ভব হওয়ায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ আমদানির বাজারে পরিণত হতে যাচ্ছে। মার্চেন্ট প্লান্টের বিদ্যুৎ, আমদানিকৃত কয়লায় উৎপাদিত ব্যক্তিখাতের বিদ্যুৎ, ব্যক্তিখাতের আমদানিকৃত জ্বালানি তেলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ এবং সরকারি খাতে আমদানিকৃত এলএনজিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ- এমন সব বিদ্যুৎকে গ্রিডে আনা হয়েছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় আমদানি বিদ্যুতের দামের তুলনায় অনেক বেশি পড়ছে। এটা জ্বালানি নিরাপত্তাকে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

এক নজরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তিখাতের হিস্যা বাড়ার হিসাবঃ

উৎপাদনের মালিকানা	মোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	উৎপাদনে হিস্যা
সরকারি খাত	৫৭	১০,১৩০	৩৯.৪%
যৌথ (সরকার ও চীনা কোম্পানি)	১	১,২৪৪	৪.৮%
বেসরকারি খাত (রেন্টালসহ)	৯৪	৯,৯৪৮	৩৮.৭%
আমদানিকৃত (ভেড়ামারা ও ত্রিপুরা)	-	১,১৬০	৪.৫%
ক্যাপটিভ	-	২,৮০০	১০.৯%
অফগ্রিড নবায়নযোগ্য	-	৪১৮	১.৭%
মোট	-	**২৫,৭০০**	**১০০%**

**যৌথ খাতকে সমান ভাগে ধরলে সরাসরি সরকারি মালিকানায় রয়েছে মোট বিদ্যুতের = ৪১.৮% এবং বেসরকারি মালিকানায় রয়েছে = ৫৮.২% [সূত্র: বিপিডিবি, ৩০ জুন ২০২২]

২. সুযোগ সুবিধা ক্রমবর্ধমান

জ্বালানি খাতে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর সুযোগ সুবিধা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুযোগ সুবিধার নানা তণের মধ্যে অন্যতম হলো, করপোরেট কর ক্রমাগত হ্রাস। ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে বাংলাদেশে করপোরেট করহার ছিল ৫০ শতাংশ। সেটি ধাপে ধাপে কমতে কমতে এখন এসে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ২৭ শতাংশে। অর্থাৎ প্রায় চার দশকে করপোরেট কর হার কমেছে ৪৫ শতাংশ। করোনার পর দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিনিয়োগকে চাঙ্গা করতে করপারেট কর হার কমানো হয় পর পর তিন অর্থবছর। এর মধ্যে ২০২০-২১ বাজেটে সাড়ে ৩২ শতাংশ, ২০২১-২২ বাজেটে ৩০ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে সাড়ে ২৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। তবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর হার আরও কমিয়ে নির্ধারণ করা হয় সাড়ে ২২ শতাংশ। বলা হয়, করোপেরেট কর কমালে বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়। কিন্তু জ্বালানি খাতে তা ঘটেনি। বরং সরকার বাড়তি বিনিয়োগ করেও এ খাতে মালিকানা হারিয়েছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসিয়ে রেখে তাদের ভাড়া দেওয়া নিয়ে বিস্তর সমালোচনা সত্ত্বেও এ বছর ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধের হার আগের তুলনায় বেড়েছে। অর্থাৎ বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রে মালিকদের সরকার এ বছরই সবচেয়ে বেশি ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়েছে। সংসদীয় কমিটিকে দেওয়া বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৯ হাজার ৭০০ কোটি টাকার বেশি কেন্দ্র ভাড়া বা ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়েছে। এর এক চতুর্থাংশ সরকারি কেন্দুগুলো পেলেও বাকি প্রায় তিন-চতুর্থাংশই গেছে বেসরকারি কোম্পানিগুলোর হাতে। এর মধ্যে ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রোডিউসার (আইপিপি), ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (রেন্টাল, কুইক রেন্টাল) ও আমদানি করা বিদ্যুৎ রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারের প্রদেয় ক্যাপাসিটি চার্জের পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকার বেশি। এর আগের অর্থবছরে দিতে হয়েছিল ১৮ হাজার ১২৩ কোটি টাকার মতো।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, ক্যাপাসিটি চার্জের নাম করে গত ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা নিয়ে গেছে ৯০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের পেছনে গিয়েছে ২৮ হাজার কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে এর সঙ্গে নতুন করে আরো যোগ

হয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা। ১২ বছরে পিডিবিকে রেন্টাল, কুইক রেন্টালে মোট ব্যয় করতে হয়েছে প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকা। তা সত্ত্বেও রেন্টাল বিদ্যু কেন্দ্রের মেয়াদ এখনো বাড়ানো হচ্ছে। ২০২২ সালেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। এ বছর মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও দেশে আরো চারটি ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের (রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট) মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। ফার্নেস তেলভিত্তিক এ কেন্দ্রগুলোর মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের আওতায় এই বেসরকারি কেন্দ্রগুলোর মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়। মেয়াদ বাড়া কেন্দ্রগুলো হলো, পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারার কেরানীগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট, অ্যাকর্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের চট্টগ্রাম জুলদায় ১০০ মেগাওয়াট, সিনহা পাওয়ারের চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা ৫০ মেগাওয়াট এবং নর্দান পাওয়ারের রাজশাহী কাটাখালী ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র। পাঁচ বছর মেয়াদি এই চারটি কেন্দ্র ২০১০ সালে উৎপাদনে আসে। এরপর তাদের মেয়াদ আরো পাঁচ বছর বাড়ানো হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে এগুলোর মেয়াদ শেষ হয়।

এক নজরে ক্যাপাসিটি চার্জ বিষয়ক কিছু তথ্য:

২০২১-২২	১৯,৭০০ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়েছে সরকার।
২০২০-২১	১৮,৯৭৭ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়েছে সরকার।
২০১৯-২০	১৮,১২৩ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়েছে সরকার।
২০১১-২০২২	এক যুগে ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তারা নিয়েছে ৯০ হাজার কোটি টাকারও বেশি।
রেন্টাল, কুইক রেন্টাল	কেবল রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের পেছনে গিয়েছে ২৮ হাজার কোটি টাকা।
এখনো চালু রয়েছে	৯২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১২টি স্বল্পমেয়াদি রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র
১২টি কোম্পানি শীর্ষে	৯০ হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি পেমেন্টের প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা গেছে কেবল ১২টি কোম্পানির পকেটেই।
সবচেয়ে বেশি ক্যাপাসিটি চার্জ লাভ	সামিট গ্রুপ, এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনাল, ইউনাইটেড গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, হোসাফ গ্রুপ ও মোহাম্মদী গ্রুপ, ম্যাক্স গ্রুপ, সিকদার গ্রুপ কনফিডেন্স গ্রুপ, কেপিসিএল, এপিআর এনার্জি।

৩. জ্বালানি সংকট তীব্রতর

সরকার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ প্রদানের সাফল্য দাবি করে উৎসব আয়োজন করলেও ২০২২ ছিল লোডশেডিংয়ের বছর। লোডশেডিংকে যাদুঘরে পাঠানো এবং উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ রপ্তানির ঘোষণা দেয়া সরকার ঘোষণা দিয়ে লোডশেডিং দিয়েছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি সংকটের সমস্যাকে সামনে আনলেও বিশ্লেষকরা দাবি করেন, এটা সরকারের নীতিরই ফলাফল।

জ্বালানি খাতকে সরকার এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে যে, দৈনিক ন্যূনতম চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে যে জ্বালানি লাগে তার প্রায় ৬০ শতাংশই আমদানিনির্ভর জ্বালানি যেমন তেল, এলএনজি

বা কয়লা থেকে আসে। এসব জ্বালানি সুলভ মূল্যে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় নিশ্চিতও করা যায়নি। ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানি বাজারের ওঠানার সঙ্গে টালমাটাল হয়ে পড়ছে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা। গোটা ২০২২ সাল তার সাক্ষী।

একদিকে জ্বালানির মূল্য চড়া বৃদ্ধি, অন্যদিকে বিদ্যুৎ নেই, লাগাতার লোডশেডিং। করপোরেট ও ব্যক্তি খাতও তাই এ বছর বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে ভোগান্তির শিকার হয়েছে চরমভাবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগকারীরাও ছিলেন অস্বস্তিতে। কিছু কোম্পানি নিজস্ব মালিকানা/প্রভাবিত মিডিয়ায় নিজেদের দুরবস্থা নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। ক্যাপাসিটি পেমেন্ট পরিশোধে সরকার দেরি করায় তারা পথে বসতে পারেন, এমন শঙ্কা তাতে প্রকাশ পেয়েছে। ভয়ে জ্বালানি খাতের শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছেন অনেক বিনিয়োগকারী। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের জ্বালানি নীতি ও পরিকল্পনা নিয়ে তাই ব্যক্তিখাত ও উদ্যোক্তাদের মধ্যেও প্রশ্ন উঠেছে। মূল্যবৃদ্ধির চরম বিরোধিতা করেছে সাধারণ মানুষ। ব্যবসায়ীরাও তাতে সমর্থন দিয়েছেন। সব মিলিয়ে জ্বালানি খাতে ভুল নীতির ফল এবার ব্যক্তি খাতে বেশ ভালোভাবেই পড়েছে বলে দৃশ্যমান।

৪. রেগুলেটরি ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ সংকুচিত

এ বছর সরকার এমনসব পদক্ষেপ নিয়েছে যে, জ্বালানি খাতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ আগের তুলনায় আরো সংকুচিত হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কার্যত ব্যক্তি খাত বিনিয়োগকারীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন তথা বিইআরসিতে। মূলত জ্বালানি ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির গণশুনানিতেই এসব প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা তথা জনসাধারণের মুখোমুখি হতে হয়। উন্মুক্ত শুনানিতে এমনসব তথ্য প্রকাশ পায় যে, তাতে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অনেক ক্ষেত্রেই সত্যতা মেলে। এতে করে বিইআরসি যেমন পতিকারমূলক নির্দেশনা দিত, তেমনি এসব প্রতিষ্ঠানও চাপে পড়ত। কিন্তু ২০২২ সালে সরকার এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিইআরসি আইনে পরিবর্তন এনে অধ্যাদেশ জারি করে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছে সরকার। এতে করে গণশুনানি এড়িয়ে সরাসরি নির্বাহী আদেশের ভিত্তিতেই যেকোনো সময় মূল্যবৃদ্ধি করতে পারবে সরকার। বিইআরসি আইনের এমন পরিবর্তন এ খাতে বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তাদের ওপর বিইআরসির নিয়ন্ত্রণকে সংকুচিত করেছে। সরকারের এমন পদক্ষেপকে সর্বনাশা অভিহিত করেছেন বিশ্লেষকরা। এর মধ্য দিয়ে জ্বালানি খাতে জনগণের মালিকানা তথা সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরো হ্রাস পেল।

৫. ব্যক্তি খাতকে দায় নিতে হচ্ছে না

জ্বালনি খাতে জনগণের সম্পদ বিনষ্ট কিংবা মুনাফার জন্য পরিবেশ বিনষ্ট করা, কোনো ক্ষেত্রেই করপোরেট ও ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তাদের দায় নিতে হচ্ছে না। গ্রিড বিপর্যয়, বিবিয়ানায় গ্যাসকূপে বিপর্যয়, পশুর নদীতে কয়লা বোঝাই কার্গোডুবি, বিদ্যুৎ উৎপাদনে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়, অদক্ষতার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি, দুর্নীতির মতো নানা অভিযোগ ২০২২ সালে উঠেছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে কাউকে দায় নিতে হয়েছে, এমনটা দেখা যায়নি। সরকারের দায়িত্বশীল কেউ স্বেচ্ছায় দায় নিয়েছে বলেও দেখা যায়নি।

লাভজনক সরকারি কোম্পানির মালিকানা শেয়ার বিক্রি করে একদিকে ব্যক্তিমালিকানায় দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে অলাভজনক সংস্থা বা কোম্পানি সরকারি মালিকানায় রয়ে যাচ্ছে। এসব প্রক্রিয়ায় সরকারি

খাতকে ইচ্ছাকৃতভাবে সংকটে ফেলে ব্যক্তি খাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তাতে বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয় বাড়ছে এবং ভোক্তাকে বাড়তি ব্যয় করতে হচ্ছে। এ ধরনের ভুল নীতির দায়ও কাউকে নিতে হচ্ছে না। এমনকি ব্যক্তি খাতের অনিয়ম নিয়ে ভোক্তাপক্ষ থেকে তদন্তের দাবি জানানো হলেও তা উপেক্ষা করছে স্বয়ং বিইআরসি। জ্বালানির অভাবে কম ব্যয়ের সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ রাখা হয় আর সেই জ্বালানি দেয়া হয় বেসরকারি কোম্পানিকে তাদের কাছ থেকে বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনা হয়। ব্যক্তিখাত নিজ উদ্যোগে জ্বালানি সংগ্রহ ও ক্রেতা সংগ্রহ করে না। সরকার ব্যক্তিখাতে ভর্তুকিমূল্যে জ্বালানি সরবরাহ করে এবং তাদের উৎপাদিত বিদ্যুৎ চড়া দামে কেনে। বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে বিইআরসির পরামর্শ ছিল ক্যাপটিভ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করা। কিন্তু সরকারি নীতিতে অগ্রাধিকার পায় রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট এবং কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট। নীতিমালা ছাড়াই চলছে বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক জ্বালানি তেল আমদানি। এক্ষেত্রে কোম্পানি মালিকদের লাভবান ও ভোক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এসব বিদ্যুৎখাতে জনগণের অর্থ লুণ্ঠনের পথ খুলে দিয়েছে। কারা এ ধরনের নীতি বাস্তবায়ন করছে, তাদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে না।

৬. ব্যক্তি খাতের প্রভাব, ভাঙছে না ভুল পরিকল্পনার বৃত্ত

বিশেষজ্ঞদের অভিযোগ, কার্যত ব্যক্তি খাতের প্রভাবে অলস বিদ্যুৎকেন্দ্র অব্যাহত রয়েছে। সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনে নজর না দিয়ে আমদানিতেই মূল নজর। ব্যক্তিখাতের মুনাফার প্রয়োজনেই দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা কৌশল উপেক্ষিত। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, "চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশকে আর্থিকভাবে বিপদে ফেলা হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে; যাদের হাতে জ্বালানি খাত ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে। রেহমান সোবহান আরও বলেন, এই গোষ্ঠী অতি মুনাফার জন্য দেশের পরিবেশ ও জলবায়ুর ক্ষতি করে হলেও অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে। এ গোষ্ঠীর হাত থেকে দেশের সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে হবে। দেশে এখন যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে, তাতে সরকার আর্থিক ঝুঁকি নিচ্ছে আর বেসরকারি খাত মুনাফা নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন রেহমান সোবহান।

সরকারের সুস্পষ্ট নীতি হলো, বেসরকারি খাত থেকে কত বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ার ঝুঁকিকে তারা মোটেও পরোয়া করেনি। বরং 'যত দাম লাগুক, আমরা বিদ্যুৎ চাই' বলে বেসরকারি খাতকে অবাধ কার্যক্রম পরিচালনার লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল। এগুলো যেন কোনোভাবে ঠেকানো না যায় সেজন্য করা হয়েছিল দায়মুক্তি আইন। ২০১৪ সালের মধ্যে রেন্টাল, কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদায় নেয়ার কথা থাকলেও তা টিকিয়ে রাখা হলো এবং মূলত ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প সুযোগ সত্ত্বেও চাহিদামাফিক বিদ্যুৎ না পাওয়ার যুক্তি দেখিয়ে রেন্টালের মেয়াদ বাড়ানো হয়। বিইআরসি এক সময় সুপারিশ করেছিল যে, রেন্টালের মেয়াদ আর যেন বৃদ্ধি না করা হয়। সে সময় বিইআরসির শুনানিতে বিজিএমইএ, এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, এমসিসিআই, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সবাই সম্মত হয়েছিল যে, রেন্টালের মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা যাবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে তা কার্যকর হয়নি, এখনো সেগুলো চলমান রয়েছে।

সরকারের যে তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা রয়েছে তেলের অপর্যাপ্ততার কারণে তার একটা অংশ ব্যবহার না করে বসিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বিপিসি আমদানি মূল্যে নয় সরকারের মুনাফা ধরে বেশি দামে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে তেল বিক্রি করতে বাধ্য। আর বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মালিকদের সুযোগ দেয়া হয় নিজেদের তত্ত্বাবধানে তেল আমদানি করার। দেখা গেল তাদের তেলের দাম ও সে অনুযায়ী বিদ্যুতের দাম খানিকটা কম পড়ছে। এভাবে ব্যক্তি খাতকে তেল আমদানিতে কারচুপি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করে লাভ করার সুযোগ করে দেয়া হলো এবং সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে বসে থাকল।

ব্যক্তি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস দেয়ার কথাও বলা হয়। এরপর দেখা গেল, দেশীয় উৎস থেকে গ্যাসের সংস্থান হলো না। তখন অবিবেচকের মতো সরকারি খাতের বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রেখে ব্যক্তি খাতে গ্যাস সরবরাহ করা হয়া। সরকারি খাতে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে যে ব্যয় হতো তার প্রায় তিন গুণ দামে বেসরকারি খাত থেকে গ্যাস দিয়ে বিদ্যুৎ নেয়া হয়া। কারণ সরকারের নীতি ছিল, সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ থাকবে, চলবে বেসরকারি খাতের বিদ্যুৎ উৎপাদন।

ব্যবস্থা করা হলো যেন ব্যক্তি খাতের মালিকরা মোট ব্যয়ের ৩০ ভাগ বিনিয়োগ করলেই ব্যাংক থেকে বাকি ৭০ ভাগ ঋণ পেতে সক্ষম হয়। এর বিপরীতে সরকারি খাতে অর্থ বরাদ্দকে করে রাখা হলো জটিল বিষয়। তাছাড়া প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিতে গড়িমসি, কালক্ষেপণ ও স্বল্প বরাদ্দ দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রীয় খাতকে পেছন থেকে বেঁধে রাখা হয়।

পরিকল্পনা করা হলো, আমদানিকৃত এলএনজি থেকে ভারতীয় রিলায়েন্স কোম্পানি ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। এ কেন্দ্রের নির্মাণ ব্যয় অস্বাভাবিক বেশি ধরা হয়েছিল বলে অভিযোগ ছিল বিশেষজ্ঞদের। তাছাড়া বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াটাও ছিল গোলমেলে। সাধারণত বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ হয় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) মাধ্যমে। কিন্তু ভারতীয় কোম্পানি দাম নির্ধারণ করবে সরকারের সঙ্গে আলাপের ভিত্তিতে। এখানে তার ব্যত্যয় ঘটানো হলো। এভাবে বসরকারি খাতকে দিনে দিনে একচেটিয়া হয়ে উঠতে দেয়া হলো। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত ঘিরে সরকারের এই নীতি ও পরিকল্পনা এখনো অব্যাহত। এর ফলে আমদানি নির্ভরতা ও বিদ্যুতের ব্যয় আরও বাড়বে।

৭. আমদানিনির্ভরতার নীতি অব্যাহত

জ্বালানি খাত ইতিমধ্যেই ভয়াবহ রকমের আমদানিনির্ভর হয়ে পড়েছে। দেশে যেখানে গ্যাসের গড় উৎপাদন হচ্ছে ২৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট, সেখানে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর চাহিদাই রয়েছে ২১০০ মিলিয়ন ঘনফুট। প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসাবে সংকট সামলাতে জাতীয় গ্রিডে প্রতিদিন আমদানি করা ৭৪৬ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। ডিজেলচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে ১০টি, যেগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা ১২৯০ মেগাওয়াট। এর বাইরে ৬৪টি কেন্দ্রে ব্যবহার করা হয় ফার্নেস অয়েল। এসব জ্বালানির পুরোটাই আমদানি নির্ভর। পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করা হয়। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি কয়লাও আমদানি করা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া থেকে। দেশের জ্বালানি নীতিতে দেশের মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১৫ শতাংশ আমদানির নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ভারত থেকে ১১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে বাংলাদেশ। বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা

অনুযায়ী, ২০৪০ সালের মধ্যে প্রতিবেশী ভারত, নেপাল ও ভুটান থেকে নয় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে বাংলাদেশের।

সরকারের আমদানিনির্ভরতার নীতির উচ্চতর প্রয়োগ ঘটেছে এ বছর ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে জ্বালানি তেল আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। আমদানিকে সরকার সর্বজনীন বিষয়ে পরিণত করেছে। এর ফলে বিদ্যুতের মূল্য আরো বৃদ্ধি, জ্বালানি খাতে ওলিগোপলি এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার অকার্যকর হয়ে পড়ার ঝুকি সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম শামসুল আলমের মতে, বিপিসি ও পেট্রোবাংলার পরিবর্তে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তেল-গ্যাস আমদানি করা হলে সরবরাহ ব্যয় আরো বৃদ্ধিতে সরকারের রাজস্ব বাড়বে। ভর্তুকি প্রত্যাহার করা সরকারের জন্য সহজ হবে। মূল্যবৃদ্ধি ব্যবসায়ীরা করবে, সরকার নয়। এভাবেই সরকারের লাভ দেখা হয়। তাতে জ্বালানি নিরাপত্তা ও ভোক্তার জ্বালানি অধিকার, কিংবা রাজনীতিতে কতটা ঝুঁকি বাড়বে, সে-সবের কোন কিছুই আমলে আসেনি।

অধ্যাপক এম শামসুল আলম বলেন, পণ্য বা সেবার অযৌক্তিক মুল্যবৃদ্ধি করে অসাধু ব্যবসায়ীরা নির্বিচারে লুণ্ঠনমূলক মুনাফা করছে। সেখানে জ্বালানির মতো গুরত্বপূর্ণ কৌশলগত পণ্য আমদানী ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেয়া বড় বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। জ্বালানি নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনভাবেই এমন ঝুঁকি নেয়া চলে না।

ব্যক্তি খাতে ছেড়ে দেয়া হলে জ্বালানি তেল আমদানি ওলিগোপলির শিকার হবে। লুণ্ঠনমূলক ব্যয় ও মুনাফা মাত্রাতিরিক্ত বাড়বে। ভোজ্য তেলের ন্যায় জ্বালানি তেল আমদানি ব্যবসা কতিপয় ব্যবসায়ীর হাতে জিম্মি হবে। নব্বই দশক থেকে দেশে বেসরকারিকরণ যেভাবে শুরু হয়েছে, তারই ধারাবাহিকতায় এই সিদ্ধান্ত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য যত বেশি বৃদ্ধি পাবে, বেসরকারিকরণ তত বেশি তরান্বিত হবে।

অধ্যাপক আলমের মতে, বেসরকারিকরণ হলে বিপিসির কার্যকর থাকার বা রাখার কোন সুযোগ থাকে না। এলপিজি আমদানি পুরোটাই ব্যক্তি খাতে হয়। সরকারি মালিকানাধীন এলপিজি কোম্পানী এলপিজিসিএল যেমন এলপিজির বাজারে অকার্যকর ও গুরুত্বহীন। বিপিসিও তেমনই অকার্যকর হবে এবং গুরুত্ব হারাবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এ খাতের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়নের নীতিই ছিল ব্যক্তি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারি খাতকে সংকুচিত করে আনা। এ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের চেয়ে সরকার আমদানিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২০২২ সালেও এই চিত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে।

এক নজরে খাতভিত্তিক অবস্থা

এলপিজি	এলএনজি	বিদ্যুৎ
❖ বাজারে বেসরকারি খাতের একাধিপত্য ❖ এলপিজি ব্যবসায়ীদের চাপে মূল্যবৃদ্ধি ❖ এলপিজি ব্যবসায়ীদের বাজার মনোপলি, উচ্চ দামে বিক্রি	❖ এলএনজির হিস্যা ও এলএনজি নির্ভরশীলতা বাড়ছে ❖ এলএনজি ব্যবসায়ীদের সুযোগের পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে ❖ আমদানিতে ব্যক্তি খাতের কর্মকাণ্ড দেখাশোনা নেই	❖ অব্যাহত কুইক রেন্টাল ক্যাপাসিটি পেমেন্টের বোঝা ❖ বড় হয়েছে ক্যাপাসিটি পেমেন্টের পরিসর ❖ জ্বালানি আমদানি ও সরবরাহে ব্যক্তি খাতের সুবিধা

❖ রেগুলেটরি ও সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা		❖ ব্যক্তি খাতের হিস্যা ক্রমবর্ধমান ❖ বাড়ছে বিদেশি খাতের হিস্যা

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

উপরোক্ত গবেষণায় প্রধানত ২০২২ সালকে কেন্দ্রে রেখে এর পূর্ববর্তী কয়েক বছরকে অনুসরণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্যসূত্র হিসেবে প্রধানত শীর্ষ জাতীয় দৈনিক পত্রিকা প্রথম আলো'র তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। দু'একটি ক্ষেত্রে বিন্ন মাধ্যমের তথ্যও এসেছে। এসব কারণে সংশ্লিস্ট গবেষণাটি জ্বালানি খাতে করপোরেট ও ব্যক্তি খাতের অবস্থার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে পারে না। এ গবেষণায় প্রধানত এক্ষেত্রে চলতি প্রবণতা ও ঘটনাবলির ওপরই জোর দেয়া হয়েছে। এতে করে এটা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান যে, করপোরেট ও ব্যক্তিখাত সংবিধানের নির্দেশনা ও বিধিবদ্ধ ধারায় চলছে না। এখানে বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় ও লোকবল পাওয়া গেলে এ যাবৎকালে জ্বালানি খাতে ব্যক্তিখাত ও করপোরেট বিনিয়োগের প্রভাব ও তার ফলাফলের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে আনা যেত। এ গবেষণার আওতায় পড়ে এবং এর ধারাবাহিকতায় এমন আরো কিছু বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ রয়েছে। যার মধ্যে পড়ে-

১. **বাংলাদেশে জ্বালানি খাতে করপোরেট ও ব্যক্তি খাতের আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ এবং এ খাতে জনগণের করের টাকা কোথায় যাচ্ছে তার অনুসন্ধান।**
২. **আইনগতভাবে ও পদ্ধতিগতভাবে কোথায় কি বিধান রয়েছে যা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং ব্যক্তি খাতের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক।**
৩. **বিইআরসির আদেশ পালনে/ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে করপোরেট ও ব্যক্তি খাতের দায় অনুসন্ধান এবং তাতে বিইআরসির ভূমিকা কী দেখা গেছে– তার মূল্যায়ন।**

সামগ্রিকভাবে দাবি করা যায়, বাংলাদেশে জ্বালানি খাত উন্নয়ন ও সংস্কারে বেসরকারি খাত কী ভূমিকা পালন করেছে এবং কিভাবে লাভবান হয়েছে সে বিষয়সমূহকে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে আনার জন্য বর্ধিত কলেবরে গবেষণা প্রয়োজন।

উপসংহার

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরকারের নীতির সুফল ভোগ করছে ব্যক্তি খাত ও করপোরেট বিনিয়োগকারীরা। জ্বালানি খাতকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। বছরের শেষ প্রান্তে এসে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এমন তথ্য দিয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যে, "ওপেন মার্কেটে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রাইভেট সেক্টর প্রতিযোগিতা করবে। তারা বাজার ধরতে দর কমাবে। রেগুলেটরি কমিশন তা নজরদারি করবে।" [newsbangla24.com/news/213757/Prime-Ministers-order-to-open-the-energy-sector]

বছরের শুরুতেও মন্ত্রীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বেসরকারি খাতের উপকারিতা। তখন তিনি বলেন, "বেসরকারি উদ্যোক্তারা এগিয়ে আশায় বিদ্যুৎ খাতে একটা বিরাট ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সরকারি বেসরকারি অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এ খাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে। কাজের মধ্যে তুলনা করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এতে জবাবদিহি বেড়েছে।" - বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদ বিপু, ২২ মার্চ ২০২২ দৈনিক প্রথম আলোকে এক সাক্ষাৎকারে। [prothomalo.com/opinion/interview/সামনের-চ্যালেঞ্জ-সহনীয়-দামে-বিদ্যুৎ-সরবরাহ-করা]

সরকারের এমন নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জ্বালানি খাতে ব্যক্তিখাত অন্যায্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে এবং এ সুযোগ সুবিধার পরিসর ক্রমাগত বিস্তৃত হয়ে চলেছে। এর ফলে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের মুনাফার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে জ্বালানি খাত হয়ে উঠছে ব্যয়বহুল ও আমদানিনির্ভর। ব্যক্তি খাতের প্রভাবেই এ খাত ভুল পরিকল্পনার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না সমন্বিত একটি জনবান্ধব জ্বালানি নীতি। জ্বালানি খাতে ব্যক্তি উদ্যোগ ও সরকারি উদ্যোগের মধ্যে সমতার মাঠ সৃষ্টি করতে না পারলে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতেই থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে প্রণধানযোগ্য বিষয় হলো সরকারের নীতি। প্রয়োজন ভোক্তাস্বার্থবান্ধব স্বনির্ভর, সাশ্রয়ী ও সবুজ জ্বালানি নীতি।

সংযুক্তি

[২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত জ্বালানি খাতের গুরুত্বপূর্ণ খবর, নিবন্ধ, মতামত ও সাক্ষাৎকারের সংকলন আলাদা ফোল্ডারে যুক্ত করা হয়েছে।]

গবেষণা ও পর্যালোচনা: আনিস রায়হান

গবেষণা উপস্থাপন: ৩১ জানুয়ারি ২০২৩